পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইসলামই হল একমাত্র সত্য ও বিশুদ্ধ ধর্ম

মোঃ আনিসুর রহমান ।

ইসলাম ধর্ম কি?

ইসলাম ধর্ম হল কিছু মৌলিক বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা এবং উক্ত বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা । তবে অন্ধ বিশ্বাস নয়, বিশ্বাসের যথেস্ট যুক্তির্পূন ও বিজ্ঞানভিত্তিক কারণ থাকতে হবে ।

ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি ও বিশ্বাস

১. মহান আল্লাহ্ হলেন একমাত্র স্রষ্টা, মালিক, মনিব, পৃথিবীসহ এই সুবিশাল মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, মালিক ও পরিচালক এবং তাঁর এই সমস্থ কাজে তাঁর সাথে তাঁর আর কোন শরিক নেই । তিনি মহাপরাক্রমশালী, তাঁর কোন কাজে বিন্দমাত্রও হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা এই মহাবিশ্বে আর কারো নেই ।

২. সমস্থ মানুষই এক আল্লাহর সৃষ্টি (অর্থাৎ মহান আল্লাহর বেঁধে দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী মানুষের জন্ম, জীবন বা মৃত্যূ নিয়ন্ত্রিত)সুতরাং কোন মানুষের মর্যাদায় মহান আল্লাহর একজন গোলামের উর্ধ্বে নয় ।

৩. সব মুসলমান ভাই-ভাই । উচ্চ-বর্ন বা নিম্ন-বর্ন বলে ইসলামে কোনই অস্তিত্ব নেই । মহান আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসুল(তাঁরাও মানুষ ছিলেন) প্রেরন করেছিলেন মানবজাতিকে হেদায়েতের ও সত্য পথে পরিচালিত করার জন্য শিক্ষক হিসাবে । কিছু কিছু নবী-রাসুল মহান আল্লাহর কাছ থেকে মানবজাতির হেদায়াতের বিধান হিসাবে কেতাব পেয়েছিলেন । পবিত্র কোরআন তেমনই একটি কেতাব যেটি নবী ও রাসূল হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি অবর্তীন হয় । নবী-রাসুলগনও মহান আল্লাহর গোলামই ছিলেন ।

৪. মহান আল্লাহর হুকুম বা বানী পাওয়া যায়, পবিত্র কোরআনে, Old Testament(OT) এবং New Testament(NT)এ । OT ও NT কে বাইবেলও বলা হয় । তবে পবিত্র কোরআন হল নির্ভুল, অন্য দিকে OT ও NT এর অনেক কিছুই ঈহুদী ও খৃষ্টানরা রদবদল করে ফেলেছে । অর্থাৎ OT ও NT পবিত্র কোরআনের মত র্নিভুল নয় ।

৫. ইমানদার এমন কারোর কোন ভাল কাজ বৃথা যাবে না । আমাদের মৃত্যুর পর মহান আল্লাহ এক র্নিদিষ্ট দিনে আমাদের আবার পুনঃজীবিত করবেন । সেই পুনঃজীবনের পরে আমাদের আর মৃত্যু হবে না । সেই র্নিদিষ্ট দিনে মহান আল্লাহ আমাদের এই জীবনে ভাল বা মন্দ কৃত কাজের ফলস্বরূপ বিশাল পুরস্কার বা কঠোর শাস্তি দিবেন ।

ইসলাম ধর্ম পালন না করলে কি হবে?

"[২ পবিত্র কোরআন ২৫৬] ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই।" সুতরাং শক্তি প্রয়োগ করে কাউকে মুসলমান করার অধিকার কারো নেই । নবী-রাসুলদেরও দায়িত্ব ছিল মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত পথে মানুষকে আহবান করা, আমন্ত্রণ জানানো, জোর-জবরদস্তি করা নয় ।

কিন্তু যেহেতু মহান আল্লাহ মহাবিশ্ব ও মানুষের একমাত্র স্রষ্টা সুতরাং যারা তাঁকে স্রষ্টা ও মালিক হিসাবে স্বীকার করবে না ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখবে না এবং তাঁর এবাদত বন্দেগী করবে না তাদেরকে তিনি কঠোর শাস্তি দিবেন । ঐসমস্থ অবিশ্বাসী, বা যারা বহু খোদায় বিশ্বাসী, বা যারা মনে করে যে সেই এক মহাপরাক্রমশালী খোদার কাছে পৌছাতে হলে ছোট ছোট খোদা তথা দেব-দেবীর পুজা উপাসনা করতে হবে তাদেরকে মহান আল্লাহ জাহান্নামের(নরকের) কঠিন আজাবে গ্রেফতার করবেন ।

"[৩ পবিত্র কোরআন ৯১] যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও বিনিময় স্বরূপ দেয়া হয়, তবুও যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের তওবা কবুল করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব! পক্ষান্তরে তাদের কোনই সাহায্যকারীও নেই।"

মহান আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনিত জীবন ব্যবস্থা হল, মানুষ তাকেঁই একমাত্র মালিক, মনিব ও স্রষ্টা হিসাবে মানবে, সম্মান করবে এবং শুধুমাত্র তাকেঁই সেজদা দিবে ও তাঁরই গুনকীর্তন করবে। এ ছাড়া অন্য কোন পথ যে গ্রহণ করবে তা কক্ষনও কবুল করা হবে না এবং পরকালের অনন্তকালীন জীবনে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থ।

”**[৩ পবিত্র কোরআন ৮৫]** যে লোক ইসলাম ছাড়া(**মহান আল্লাহর কাছে আত্মসর্মপন করা ছাড়া**) অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতি গ্রস্ত।”

সুতরাং যারা বলেন ”সব র্ধমই ভাল ভাল কথা বলে সুতরাং যে কোন একটি র্ধম ভালভাবে পালন করলেই মুক্তি পাওয়া যাবে” এটা মোটেও সত্য কথা নয়।

মহান আল্লাহর অস্তিত্বের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমান

এই সুবিশাল মহাবিশ্ব কে সৃষ্টি করল? মানবদেহের কথায় ধরুন। মানুষের দেহযন্ত্র আধুনিক একটি সুপার কম্পিউটার বা যে কোন জটিল আধুনিক যন্ত্রের চেয়েও লক্ষ-কোটি গুন বেশি জটিল একটি যন্ত্র। কেই বা এই মহাজটিল মানবদেহ সৃষ্টি করলেন? মানুষের রুহ্ বা আত্মা তো আরো জটিল সত্ত্বা যে সর্ম্পকে আসলে মানুষ তেমন কিছু জানেই না। কেই বা এই মহাজটিল রুহ্ বা আত্মা সৃষ্টি করলেন? অবশ্যই **মহাপরাক্রমশালী ও সব** জ্ঞানের মালিক **মহান আল্লাহ্। হ্যাঁ প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে মহান আল্লাহকে কে** সৃষ্টি করল? এর সহজ জবাব হল, **মহান আল্লাহ যেহেতু শ্বাশত, চিরন্তন এবং তাঁর কোন শুরু বা শেষ নেই সেহেতু মহান আল্লাহকে কেউ** সৃষ্টি করিনি। সৃষ্টি করার প্রশ্ন আসে যার শুরু বা শেষ আছে, যা চিরন্তন নয়, ক্ষনস্থায়ী, যেমন মানুষ, এই মহাবিশ্ব, এই পৃথিবী, র্সূয, চন্দ্র, গ্রহ ইত্যাদি এরা সবাই একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সৃষ্টো যা আধুনিক বিজ্ঞান র্দ্ব্যধহীনভাবে প্রমান করেছে তাই তাদের স্রষ্টা থাকতেই হবে। তাই আবারো বলি, **মহান আল্লাহর শুরু বা শেষ নেই, তিনি** চিরন্তন ও **শ্বাশত সত্ত্বা তাই তাঁকে কেউ** সৃষ্টি করিনি। **মহান আল্লাহ সবসময় ছিলেন, আছেন এবং সবসময় থাকবেন।**

কেন শুধু একজন আল্লাহ (খোদা বা God)?

মহাবিশ্বের যদি একাধিক খোদা বা মালিক থাকত তাহলে, এক খোদা আরেক খোদার সাথে যুদ্ধ করত তাদের নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তারের জন্য, তাহলে মহাবিশ্বের অস্তিত্বে বিশৃংখলা লেগেই থাকত, কোন প্রাকৃতিক আইন থাকত না, থাকত শুধু বিশৃংখলা এমনকি মহাবিশ্বের তথা পৃথিবীর বা মানবজাতির কোন অস্তিত্বই থাকতে পারত না। কিন্তু বাস্তবে তা মোটেও নয় অর্থাৎ এই মহাবিশ্বের মালিক ও পরিচালক শুধুমাত্র একজন যিনি **মহান আল্লাহ এবং মহান আল্লাহর এই মালিকানাই বিন্দু পরিমানেও আর কারো অংশ নেই।**

আমাদের এই কথাগুলো বলার এত গরজ কেন? আমাদের লাভটা?

কারন এটা মহান আল্লাহর হুকুম। আমাদের অবশ্য করনীয় কাজ হল মহান আল্লাহ যিনি আমাদের মালিক, মনিব ও স্রষ্টা তাঁর বানী অন্যান্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁর হুকুম মত সব কাজ করা। মহান আল্লাহর হুকুম(আদেশ ও নিষেধ) মত কাজ করলে তিনি দুনিয়াতেও আমাদের পুরস্কৃত করবেন (তবে মাঝে মধ্যে পরীক্ষাও করবেন, তাঁর প্রতি আমাদের আনুগত্য যাচাইয়ের জন্য) এবং মৃত্যুর পর যে আবার আমাদের অনন্ত জীবন শুরু হবে সেই জীবনে তিনি আমাদের বেহেশত(স্বর্গ) দান করবেন এবং তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। এ ব্যাপারে **পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহর পাক্কা ওয়াদা রয়েছে এবং মহান আল্লাহ কক্ষন**ও তাঁর ওয়াদার খেলাপ কাজ করেন না।

সুতরাং আমরা আপনাকে **মহান আল্লাহর বানী পবিত্র কোরআন এবং মহান আল্লাহর মনোনিত জীবন ব্যবস্থা ইসলামে প্রবেশ করে মুসলিম হতে উদাত্ত আহ্বান এবং উষ্ণ** আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আরো আলোচনার জন্য যোগাযোগ করুন।

ইসলাম প্রচার ও নও মুসলিম সংক্রান্ত বিভাগ
বাংলাদেশ প্রগতিশীল মুসলিম সংস্থা
ঢাকা, **বাংলাদেশ।**
Emails: mdan_ra@yahoo.com **Or** mrsyspub@yahoo.com
Or n_zaman1980@yahoo.co.uk